R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ২য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ ২৮শে মে, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুরে পানীয় জল অপচয়ের সঙ্গে জল চুরিও বন্ধ হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকার উভয় পারের ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে সদর রাস্তার ধারের উঁচু এলাকা বাদে অন্যান্য সব জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা মিটেছে। বিশেষ বিশেষ সময় জলের পরিমাণ বাড়ালে উঁচু জায়গার বাসিন্দারাও জল পান। পি.এইচ.ই দপ্তর থেকে প্রতি দিন দু'বেলায় ৭ ঘন্টা জল সরবরাহ করা হয়। বালিঘাটার সব এলাকায় যাতে জল যায় সে নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে। অন্যদিকে জঙ্গিপুর পারের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ধনপতনগর ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মহম্মদপুরে পানীয় জলের একটা সমস্যা ছিলই। সম্প্রতি জঙ্গিপুর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে মেসিনপত্রের ত্রুটি মুক্তির পর জল সরবরাহে কোন বিচ্যুতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে পরিস্রুত জল লোকে নানাভাবে অপচয় করছেন। যেটা কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায় – জঙ্গিপুর শহর এলাকায় আগে তিনবার জল পরিষেবা চালু ছিল। কিছুদিন থেকে তা বন্ধ করে সকাল-বিকেল দু'বার চালু করা হয়েছে। এর কারণ সম্বন্ধে জানা যায়, বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণে তিনবার পরিশুদ্ধ জল জলাধারে সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। এলাকাবাসীর জলের প্রয়োজন মেটাতে পুর কর্তৃপক্ষ তৎপর থাকলেও যাতে ঐ জল অপ্রয়োজনে নষ্ট না হয় তা দেখার দায়িত্বও প্রত্যেকটা পুর নাগরিকের।

(শেষ পাতায়)

মোদী-আবহে দেশের ঐতিহাসিক রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিশেষ সংবাদদাতা : পক্ষান্তরে, স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের এমন শোচনীয় বিপর্যয় আর কখনও হয়নি। এমনকি বিরোধী দলের দলের মর্যাদা পেতে গেলে, ন্যুনতম আসনের যে পুঁজি দরকার, তাও এবার কংগ্রেসের নাগালের বাইরে। এর কারণ হিসেবে, আগেই কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়াও, কংগ্রেসের যিনি প্রধান নেতা (সনিয়াকে বাদ দিলে), সেই রাহুল গান্ধীর সামনে এগিয়ে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অক্ষমতা। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতি তাঁর রক্তে থাকলেও, বার বার তাঁর ব্যর্থতা প্রমাণের ফলে (সাম্প্রতিককালে উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন স্মরণীয়) মনে মনে এই সন্দেহই বলবৎ হয় যে, এই তরুণ নেতা রাজনীতির চাণক্যসুলভ কূটনীতি কতটা অথবা আদৌ আয়ত্ত করতে পেরেছেন কিনা। দলের পক্ষ থেকে যখন তাঁকে প্রধান প্রচারকের দায়িত্ব দেওয়া হল, ততদিনে মোদী বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে

(শেষ পাতায়)

অভিভাবকহীন জঙ্গিপুর কলেজ সম্পূর্ণ ডামাডোলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আবু.এল. শুকরানা মন্ডল গত ডিসেম্বর '১৩তে অবসর নেন। অস্থায়ীভাবে প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব নেন ডঃ অসীম মন্ডল। ঐ সময় কলেজকে দুর্নীতিমুক্ত করে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন গভঃ বডির প্রেসিডেন্টসহ সক্রিয় সদস্যরা। দীর্ঘ চার মাস চলে গেলেও কোন শৃংখলা ফিরে আসে না কলেজ আবহাওয়ায়। কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাব থেকেই যায়। একদিকে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্রমবর্ধমান চাপ। ছাত্র সংসদের দাদাগিরি। বিনা টেন্ডারে মালপত্র কেনা বা কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেই থাকে। এই প্রতিকূল পরিবেশে অসহায় বোধ করেন

(শেষ পাতায়)

গ্রাম্য দলাদলিতে জখম হয়ে প্রাক্তন প্রধান কোলকাতায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ–১নং ব্লকের কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মনিরুদ্দিন আরাফাত গ্রাম্য দলাদলিতে আবার গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁকে কোলকাতায় এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। সম্প্রতি খিদিরপুরের জনৈক আবদুস শোভানের বাবা আমিরুল সেখের মৃত্যু অনুষ্ঠান থেকে রাত প্রায় ১২টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বিপক্ষ দলের আক্রমণে গুরুতর আহন হন। তাঁর মুখাবয়ব ক্ষতবিক্ষত করে দেয়া হয়। চেহারায় সৌন্দর্য আনতে প্লাস্টিক সার্জারি করানোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন মনিরের আত্মীয়স্বজন বলে খবর। উল্লেখ্য কয়েক বছর আগে বিপক্ষ দলের

(৩ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪২১

দাবদাহ ও জল সঙ্কট

কোনও খাদ্য নয়, শুধু মাত্র জলের জন্য রাজ্যের সর্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে। দাবদাহে চতুর্দিক জ্বলিতেছে ; অনেক স্থানে গ্রীষ্মকালীন ধান মাঠে শুকাইতেছে। বহু খাল, পুষ্করিণী জলশূন্য। ফুটিফাটা মাঠ ; সেইসব ফাটল হইতে ধরিত্রীর উষ্ণ নিঃশ্বাস বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া গায়ে জ্বালা ধরাইতেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি ঘোষণা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ভূগর্ভস্থ জলস্তর অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বহু জায়গায় জল মিলিতেছে না। বহু অগভীর নলকূপ জল তুলিতে অক্ষম। জলের সমস্যায় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই চিন্তিত। এই অবস্থা অবশ্যই আশঙ্কার কারণ। অতঃপর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় জলাভাব মানুষের অবস্থাকে অসহনীয় করিয়া তুলিবে।

এমন জলাভাব হইল কেন ? সুজলা এই দেশে আজ জলের এমন দৈন্য কেন ? আগেকার দিনে ঋতুচক্রের যে একটা ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য ছিল বর্তমানে তাহার ব্যত্যয় দেখা যাইতেছে। বর্ষা তাহার প্রকৃত রূপ লইয়া আর আবির্ভূত হয় না। বৃষ্টিপাতের ক্রমহ্রাসমানতা প্রতি বৎসরই পরিলক্ষিত হইতেছে। আকাশে মেঘের সঞ্চার হইলেও বৃষ্টি হয় না। জলভরা মেঘ আশা জাগাইয়া নিরাশ করে। বেশ কিছু বৎসর ধরিয়া প্রকৃতির এমন কৃপণতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। তদুপরি বিভিন্ন শ্রেণীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল তুলিয়া সারা বৎসর ধরিয়া ধান ফলাইতে গিয়া প্রচুর জল তুলিয়া ফেলা হইতেছে। কিন্তু যে পরিমাণ জল তোলা হইতেছে, তদনুপাতে বৃষ্টির ক্রমহ্রাসমানতার জন্য ভূগর্ভের শূন্য ভাণ্ডার পূরণ হইতেছে না। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এই কাণ্ড চলিতেছে। বনসৃজনের গালভরা বুলি অবশ্যই শ্রুত হয়। কিন্তু দীর্ঘদিনের বনসম্পদ যে হারে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার অভাব বনসৃজন প্রকল্প অদ্যাবধি পূরণ করিতে পারে নাই। বৃষ্টিপাতের দৈন্য এই জন্যও বটে। ইহা ছাড়া বাংলাদেশের সহিত জল চুক্তির কারণে ভাগীরথী নদীতে গ্রীষ্মের সময় প্রায়ই জল থাকিতেছে না। জঙ্গিপুর পুরসভা বা প্রাক্তন সাংসদ প্রণব মুখার্জীর বৃহৎ জল প্রকল্প সব কিছুই ভাগীরথীকেন্দ্রিক। ভাগীরথী নদীর এই জল সঙ্কট পূরণে পুরসভা বা গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করিতে কতটা সক্ষম হইবে ইহাই এখন মুখ্য প্রশ্ন।

উদ্ভূত এই প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য রাজ্য জলসম্পদ অনুসন্ধান দপ্তরকে আশু তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জলের অভাব মিটাইতে শুধু রিপোর্টের পর রিপোর্ট চালাচালি করিলে কিছুই হইবে না। কার্যকরী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ অবিলম্বে করিতে হইবে। নতুবা পশ্চিমবঙ্গে মরুর ঊষরতা নামিয়া আসিতে বিলম্ব হইবে না।

ভৌতিক ব্যাধি

শীলভদ্র সান্যাল

আমার এক দূরসম্পর্কীয় প্রবীণ দাদা মাকে একবার চিঠিতে লিখেছিলেন, আপনাকে ভূতে ধরিয়াছে। মায়ের পত্রে তাঁর শৈশব জীবনের কিছু স্মৃতিচারণা এবং সেই নানারঙের দিনগুলি আর রইল না গোছের কিছু মোহাচ্ছন্ন বিষন্নতাবোধ প্রকাশ পেয়েছিল, মনে হয়। তারই উত্তরে দাদার ওই তির্যক মন্তব্য। বুঝতে অসুবিধে নেই যে, এখাতে 'ভূত' – অর্থ অতীত। পাস্ট টেন্স। বাইগ্যনডেজ।

মানুষ যখন তার পরিপক্ক বয়ঃসীমায় এসে পৌঁছোয়। অতীতটা হয়ে ওঠে দীর্ঘ এবং ভবিষৎটা ছোট, বসন্তের লাবন্য মুছে গিয়ে পাণ্ডুর পাতা-ঝরার দিনগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসে তখনই মানুষ বয়সের ধর্মে এক অমোঘ পিছু টানে আক্রান্ত হয়। যা অনেকটা ব্যাধির মতই ধীরে ধীরে তার মনকে গ্রাস করে। একে বলা যেতে পারে ভৌতিক ব্যাধি বা ভূতজনিত ব্যাধি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় নস্টালজিয়া-বা সাধু গদ্যে, অতীত চারিতা। পরিবারের কর্তাব্যক্তিটির বয়স যখন ষাট, সত্তর – অথবা সত্তর পেরিয়ে আরও উর্দ্ধমুখী ; তিনি যদি চাকুরীজীবী হয়ে থাকেন তবে অবসর নেওয়া হয়ে গেল বহুদিন – ছেলেরা সুপ্রতিষ্ঠিত ও মেয়েদের অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে, তারাও বাবা কেউ সুদূর প্রবাসে অথবা ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। মাঝে-মধ্যে ই-মেল বা আই-এস-ডি-র মাধ্যমে খবরা খবর নেয়, পিতার (কিংবা মাতার) বার্ধক্যজনিত ব্যাধির বিড়ম্বনাগুলো কতটা নিয়ন্ত্রণে আছে অথবা না থাকলে,এখনই কী কী করা উচিৎ, সে-ব্যাপারে একগাদা পরামর্শ দান এবং সেই ফাঁকে তাঁর নাতি-নাতনিরা আধুনিকতম স্কুলের ছাঁচে ঢালাই হয়ে কীভাবে পুরোদস্তর সাহেবিআনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তার সগর্ব সংবাদ প্রদান ঠিক এইরকম এক পরিজন পরিবৃত বয়সে পৌঁছে আপন সন্তান অথবা তৎপরবর্তী প্রজন্মকে ঘিরে প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদ ও গর্ব অনুভব করার পাশাপাশি, ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন এক নিঃসঙ্গতাবোধ তাঁর মনকে ক্রমেই অধিকার করে বসে। প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে যান, মনের মধ্যে মাঝে মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে যান তিনি। কাজে ভুল হয়, চশমাটা খুঁজে পাননা, অথবা খুব দরকারি কোনও কাগজপত্র যা এই ক'দিন আগেও খুব সযত্নে রাখা ছিল, প্রায়োজনের সময় তার হদিশ মেলেনা। আবার অন্যরকমও হতে পারে। সামনে পড়ে আছে অঢেল সময়, অথচ কিছুই যেন করার নেই তাঁর – প্রাত্যহিক কিছু কর্ম ছাড়া। ঠিক এই রকম এক বয়সে পৌঁছে, জীবনের যে অনেকটা পথ তিনি পেরিয়ে এলেন, তার প্রতি এই বেলা পিছু ফিরে চান। মনে পড়ে, ছেলেবেলার কথা, ছাত্রজীবনে ক্লাসমেটদের কথা, হোস্টেল জীবনে উদ্দীপ্ত দিনগুলির কথা অথবা চাকুরীজীবনে সহকর্মী বন্ধুদের কথা, ফাল্গুনের উদাসী হাওয়ায় গাছেদের বুক-ভেঙে কখন যেন হঠাৎ – হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ওঠে, বাতাসে শুকনো পাতার লুটোপুটি দেখতে তাঁর মন চলে যায় কোন্ সুদূরে! পরিবারিক দায়-দায়িত্ব কর্তব্যবোধ সব সাধনা ক'রে এখন তাঁর মুক্ত পুরুষ হয়ে যাওয়াই উচিৎ ছিল, কিন্তু তা তিনি আর হতে পারেন কই ? জীবনের সব কাজই সম্পন্ন হল যদি, বাকি জীবনটা তিনি তবে কাটাবেন কীভাবে ? হেমন্তের কোনও বিষন্ন দুপুরে পুরনো চিঠির ফাইল খুলে পড়তে থাকেন বহুদিন আগেকার হলদে হয়ে যাওয়া চিঠির ভেতর থেকে শোষন করে নেন পত্রদাতার ঘনিষ্ঠ উষ্ণতার গন্ধটুকু। অথবা আলমারিতে যে বইগুলো এতদিন সাজিয়ে রাখা ছিল শুধুমাত্র ড্রইংরুমের শোভা বর্ধনের জন্য হঠাৎ কী খেয়ালে তারই একটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করেন কিংবা দুরদর্শনের পর্দায় কোনও দিন ক্বচিৎ যদি বা কাননদেবী–পাহাড়ি সান্যাল-ছবি বিশ্বাসের বই দেখার বিরল সুযোগ ঘটে যায়, তবে একরাশ তৃপ্তিতে সেদিন মন ভরে ওঠে তাঁর। ছবি দেখতে দেখতে পুরনো দিনের স্মৃতির অনুসঙ্গগুলি ফিরে আসে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে এই বয়সে দাদু ও নাতির (অথবা নাতনি) মধ্যে – সে বড় এক বন্ধু সুলভ মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়। জানিস দাদু-আমাদের সময় এই হোত. ওই হোত-ইত্যাদি কত রকম গল্প কথার সুত্র ধরে নাতি দাদুর বৈকালিক পরিভ্রমণের সময়টি বড় রমনীয় হয়ে ওঠে।

সহধর্মিণী বর্তমান থাকলে এই বয়সে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়ে। কি গো চোখের ড্রপটা দিয়ে দিলে না ? অথবা জানো, কাল থেকে মাজার ব্যথাটা আবার বেড়েছে, হারান কোবরেজের কাছ থেকে ওষুধটা এনে দিয়ো তো। কিংবা 'প্রেসারটা চেক করিয়েচ ?' অর্থাৎ আলাপচারিতার বেশীরভাগ অংশটাই শরীর সম্পর্কিত। আর

(শেষ পাতায়)

খাণ্ডব-দহন

শীলভদ্র সান্যাল

মানুষ পুড়ে হল খাক
অফিস পাড়ায় বিরাট ফাঁক
ঝগড়া করেন শুধু।
কান্নার রোল, স্বজন হারা
চমকে ওঠে পাশের পাড়া
আগুন লাগে ধূ ধূ।
তোমার আগুন, আমার আগুন
দোহাই দাদা, এবার জাগুন
হবেন না নিস্পৃহ
নয় তো এটা জেনে রাখুন
কী শহর-গাঁ দ্বিগুণ দ্বিগুণ
হবেই জতুগৃহ।
বুকের পাঁজর ক'রে ফাঁক
গেল যারা, রেখে যাক
একটু বিবেক শুধু –
সেই বিবেক দেবে সাড়া
কোথায় এমন স্বস্তি-হারা
বুকের আগুন ধূ ধূ ?

শাসনের সাতকাহন

সাধন দাস

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নাগরিকের যেমন অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গী, একটি শিশুর ক্ষেত্রেও শাসন ও ভালোবাসা তেমনি ওতঃপ্রোত। একটা কথা তো দীর্ঘদিন ধরেই শুনি – 'শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে।' তার মানে শাসন ও সোহাগের একটা আনুপাতিক ভারসাম্য থাকা চাই। কিন্তু আনুপাতটাই কি সব ? শিশুর মুখে সোহাগভরে চুমু খেয়ে তার হাতে এক ডোজন চকোলেট গুঁজে দিয়ে, পরক্ষণেই তাকে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিলেও তো সোহাগ আর শাসনের অনুপাত বজায় থাকে। সুতরাং বিষয়টা অনুপাত নিয়ে নয়, পরিমাণ বা মাত্রা নিয়ে।

বাবা-মা বা পরিজনদের সোহাগ-আদর শিশুর জন্মগত অধিকার। কতোটা সোহাগ করবো আর কতোটা শাসন করবো – অভিভাবক বা শিক্ষকের এই মাত্রাজ্ঞান খুবই জরুরী। একদল মানুষ আছেন, যারা শাসনে বিশ্বাসী নন, কেবল মাত্রাছাড়া সোহাগেই অভ্যস্ত। লাগামছাড়া আদর দিতে দিতে তারা সন্তানকে মূর্তিমান বাঁদরে পরিণত করেন। বাৎসল্য স্নেহের আতিশয্যে ভালো-মন্দের তফাৎ করতেও ভুলে যান তারা। ফলে সন্তান যদি স্বেচ্ছাচারী বেপরোয়া প্রকৃতির হয়, তাহলে পিতামাতার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা অসভ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। তাই শাসনের একটা প্রয়োজন আছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শাসনের মাত্রাটা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। মৃদু ভৎর্সনা থেকে আরম্ভ করে উত্তম-মধ্যম বেত্রাঘাত, লাঠিপেটা সবই শাসনের এক একটা পরিমাণগত পর্যায়। মমতাহীন উচ্চাকাঙ্খী বাবা তার শিশুপুত্রকে অমানুষিক প্রহার করে কীভাবে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে, তার মর্মান্তিক পরিচয় আমরা সংবাদ মাধ্যমে পেয়েছি, এখনো পাচ্ছি। নিজের অবদমিত বাসনার বিকৃত বহিঃপ্রকাশ এমনই নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তাকে আমরা মানসিক রোগী পর্যায়ে ফেলতে পারি। এই ধরনের পরিবারে যে শিশুর জন্ম হয় সেই শিশুকে হতভাগ্য ছাড়া আর কি বলতে পারি ?

বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো শিশু অভিভাবকের নিষ্ঠুর নির্মম শাসনে হয়তো বড় ইঞ্জিনীয়ার বা ডাক্তার হয়ে উঠতে পারে, তার মানে এই নয় যে শিশুটির স্বাভাবিক ও সার্থক বিকাশ ঘটলো। শাসনের পেষণে তার সুকুমার বৃত্তিগুলি যে শুকিয়ে গেছে, তার প্রমাণ পেলে পরবর্তী জীবনে সে তার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য আরামদায়ক বৃদ্ধাশ্রমের সুবন্দোবস্ত করে দেয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গু অথর্ব পিতামাতা সেদিন পাঁচজনের কাছে ডাক্তার পুত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও মনে মনে ঠিক বুঝতে পারে 'ডাক্তার হওয়া' আর 'মানুষ হওয়া' এক জিনিস নয়।

শিশু একটি অঙ্কুরিত চারাগাছের মতো। প্রকৃতির জল হাওয়ায় তাকে আপন মনে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। চারাগাছের চারপাশে এবং মাথার উপর যদি কঠিন প্রাচীরের আচ্ছাদন দেওয়া হয়, তাহলে গাছটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে। বা সে দুর্বলভাবে রোগা কাণ্ড নিয়ে বেড়ে ওঠবে, নয়তো কুঁকড়ে যাওয়া ডালপাতা নিয়ে বক্রপথে সে জীবনের আলো খুঁজবে। অতএব তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথে কোনো অন্তরায় রাখা চলবে না। কিন্তু বাগানের মালিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সেই চারাগাছের গোড়ায় সুষম পরিমাণে সার জল বা কীটনাশক দেওয়া হচ্ছে কি না। তার শিকড়ে বা পাতায় পোকার সংক্রমণ ঘটছে কিনা। যদি তাই হয় তাহলেই প্রয়োজন হয়ে পড়বে যাবতীয় নিরাময়ের। তাছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে, চারাটিকে যেন ছাগলে মুড়িয়ে দিয়ে না যায়। পরিবেশের কুপ্রস্তাব থেকে শিশুকে রক্ষা করতে তার চারপাশে একটা শাসনের হালকা বেড়া থাকবে, যা শিশুর কাছে বাধা না বোঝা না হয়ে ওঠে।

'শাসন' তাই শিশুর কাছে একটা হালকা পাতলা জালিকার আচরণ, যা শিশুকে পারিপার্শ্বিক আক্রমণ ও দুষ্ট প্রভাব থেকে রক্ষা করবে অথচ জল, হাওয়া, আলোর স্বাভাবিক প্রবাহকে রুদ্ধ করবে না।

উৎসাহ ও অবসাদ

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

দেশে উৎসাহ অবসাদ, উত্তেজনা ঘুমন্তভাব অনবরত আসিতেছে যাইতেছে। উৎসাহের সময় দেশবাসী এক ভাবে প্রমত্ত হইয়া ছুটিতেছে আবার অবসাদের সময় নিরাশ চিত্তে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে আর ঝিমাইতেছে। ভাবের মুখে, উৎসাহের স্রোতে দেশবাসীর কাছে আজ যাহা বড় ভাল বলিয়া মনে হইল উৎসাহের অবসানে আবার তাহাই অতি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই ভাব ও অভাবের মধ্য দিয়া দেশবাসী ক্রমে জীবন পথে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। দেশবাসী যে ভাবে চলিতেছে এই ভাবে আরও কিছুকাল চলিলে তাহাদের আর চলিবার সামর্থ্য মোটেই থাকিবে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। মানুষের এবং অন্যান্য সকল প্রাণীরই জীবনে অগ্রসর হইয়া যাওয়াই নাকি অপরিহার্য্য নীতি। এই নীতি বশেই সকলে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু জগতের জন সমাজের অবস্থা বিচারে দেখা যায় জীবন পথে চলার মধ্যেই কেহ উন্নতির স্তরে ক্রমশঃ উঠিতেছে কেহ বা ধ্বংসের মধ্যে বিলয় হইয়া যাইতেছে। আমাদের এই দেশবাসী যে ভাবে জীবন পথে চলিতেছে তাহাতে এভাবে চলিলে তাহার উন্নতির আশা দুরাশা -চলার মধ্য পথেই অচল হইয়া ধ্বংসের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হইবে। জাতিকে, দেশকে এই ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্যই আজ দেশে বার বার উৎসাহ – আশা ভঙ্গে অবসাদ আসিতেছে। কিন্তু এই উৎসাহ ও অবসাদের ধাক্কা সহিবার মত জীবনী শক্তি দেশবাসীর আর কত দিন থাকিবে তাহাও দেখিতে হইবে।

দেশে উৎসাহ উত্তেজনা অবশ্যই চাই। অবসাদ, ঘুমন্ত ভাব, মৃতের মত সব সহিয়া পড়িয়া থাকিয়া জীবন অন্ত করিয়া দেওয়া কোন মানুষেরই কাম্য হইতে পারে না। কিন্তু উৎসাহ উত্তেজনা মানুষের জীবনে আনিবার যে প্রধান রস, যে রস উৎস হইতে জীবনে সঞ্জীবনী প্রবাহ আসে তাহারই একান্ত অভাব যদি কোন দেশে হয় তবে সাময়িক বাহ্য উত্তেজনা উৎসাহ কতদিন মানুষের জীবনকে মাতাইয়া রাখিতে পারে ? দেশবাসীর খাইবার সংস্থান, পরিবার সংস্থান প্রথমে না করিতে পারিলে, আপনার অভাব আপনি পূরণের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে দেশের উপর অপমানাহত রুদ্ধ মনুষ্যত্বের তেজ বেগ যতই প্রভাবিত হইয়া যাক না কেন অভাবের তাড়নায় তাহা অতি শীঘ্রই আবার প্রশমিত হইয়া যায়। এই দেশে ইহা আমরা নানা ভাবে বার বারই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

উৎসাহের তীব্র মাদকতা দেশে আনিবারও যেমন প্রয়োজন আছে আবার সেই উৎসাহ জাতীয় জীবনে চিরস্থির কার্য্যকরী করিয়া রাখিবার জন্য দেশবাসীর বাঁচিবার উপায় গঠনমূলক কার্য্যকে অব্যাহত রাখিবারও তেমনি প্রয়োজন আছে। আপনাদের বাঁচিবার ব্যবস্থা আগে না করিয়া শুধু উৎসাহের মুখে ইন্ধন জোগাইলে সেই উৎসাহই পরে অবসাদে পরিণত হয়।

কি উপায়ে দেশ খাইবার ও পরিবার সংস্থান হইতে পারে, কিভাবে দেশ এই দুঃসময়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে তাহার বিধান দেশবাসী পাইয়াছিল। কিন্তু গঠন কার্য্যে যে শ্রম, ধীরতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রয়োজন তাহা দেশবাসী মরিতে বসিয়াও দেখাইতে পারিতেছে না। আজ দেশে আবার বিদেশী পণ্য বর্জনের প্রস্তাব আসিয়াছে, এ প্রস্তাব পূর্বেও আসিয়াছিল। মোটা ভাত, মোটা কাপড় পাইবার পন্থা যাহাতে বজায় থাকে সেই ব্যবস্থা আজ করিতে হইবে। খুব উৎসাহী হইয়া এই কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে ঘরে ও বাহিরে কোথাও দেশবাসীর শান্তি ও সম্মান মিলিবে না। বাহ্য উৎসাহ ক্রমেই নিবিয়া যাইবে। উৎসাহের মূল যাহা তাহাই আগে বজায় রাখিবার আয়োজন দেশবাসীকে করিতে হইবে। মোটা ভাত কাপড় দিয়া দেশের অগণিত জনসঙ্ঘকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

(প্রকাশকাল – ১৩৩৫)

জখম প্রাক্তন প্রধান ..... (১ পাতার পর)

আক্রমণে মনিরুদ্দিন বিশেষভাবে জখম হন। একটা গ্রীল কারখানার মধ্যে ঢুকে গিয়ে সাটার ফেলে দিয়ে সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে যান। গতবছর কানুপুর পঞ্চায়েত দপ্তরের অর্থ তছরুপের অভিযোগে মনির ও দুই কর্মী কয়েকমাস হাজতবাস করেন।

জঙ্গিপুর কলেজ ..... (১ পাতার পর)

অসীমবাবু। তাই একরকম বাধ্য হয়েই তিনি চলতি মাসে কলেজ প্রেসিডেন্টের কাছে পদত্যাগপত্র দিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। বর্তমানে নাকি কোন অধ্যাপকই প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব নিতে চাইছেন না। রোটেশনে দায়িত্ব নিয়ে অধ্যাপকরা কলেজ চালু রেখেছেন বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে কয়েক হাজার ছাত্র নিয়ে কলেজ চলছে সম্পূর্ণ ডামাডোলের মধ্যে।

ভৌতিক ব্যাধি ..... (২ পাতার পর)

কোনও দুর্দৈবের ফেরে সহধর্মিণী পূর্বেই গত হলে, পুত্রবধুর শাসন অথবা অথবা উপেক্ষায় বৃদ্ধের বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা বাড়ে। আপন সংসারে নিজেকে কেমন যেন উদ্বৃত্ত বা আগন্তুকের মত মনে হয়। অনেক সময় পরিবারের এই উদ্বৃত্ত অংশটিকে ছেটে ফেলে কোনও বৃদ্ধাশ্রমে নির্বাসন দিয়ে আসা হয়। সে এক পক্ষে ভালই, আপন পরিবারে একা হয়ে যাওয়ার চেয়ে বৃদ্ধাশ্রমে সমবয়সী কিছু বন্ধু তো মেলে। তাতে মনের ভার কতটা লাঘব হয়, বলা মুশকিল, তবে মানসিক আদান-প্রদানের কিছুটা অবকাশ হয়তো পাওয়া যায় সেখানে। ছেলেমেয়েরা জীবনে কতটা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর প্রতি কর্তব্য পরায়ণ পঞ্চমুখে তারই প্রশস্তি গেয়ে অনেকে আবার তার প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলাজনিত মনবেদনাটিকে সযত্নে চাপা দিতে চান। আর এই একাকিত্বের পিঞ্জরে বন্দি ওই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এক বিচিত্র মানসিক টানাপোড়েনে ফেলে আসা জীবনের সুখ-স্মৃতিগুলিকে আঁকড়ে ধরেন। তৃতীয় বয়ঃসন্ধিকালে, এই এক জীবন, যখন অবকাশ বেশি এবং কর্মের ব্যস্ততা কম বা প্রায় নেই বললেই চলে – মনটা যখন ধীবরের জালের মত ক্রমশ গুটিয়ে আসে এবং অতীতের কালসলিল থেকে তুলে আনে স্মৃতির রুপোলি মাছগুলি, প্রকারান্তরে এই প্রবণতাই এক সময় ব্যাধির চেহারা নেয়। আমি যাকে বলেছি ভৌতিক ব্যাধি। ব্যাধি-কারণ সে রঙ-রূপের পশরা সাজিয়ে তার মোহময় জাল বিস্তার করতে থাকে তার মনের গভীরে এবং এর খপ্পরে পড়া একরকম অনিবার্য্য, আর তার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের আশাও কম। দূরের অতীত যত সুদূরে যায় তত তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং তার মোহগ্রাসে পড়ে এরা অনেক সময় বর্তমানটাকেও উপেক্ষা করেন। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে এরা পারিপার্শ্বিকতা থেকে আশ্চর্য রকম বিবিক্ত হয়ে যান। তাঁর আমলের সবকিছুই ছিল বরণীয় ও কাঙ্খিত – এই জাতীয় মানসিকতার সুখ স্বর্গ গড়ে তুলে সেখানে এক স্বেচ্ছাবন্দী জীবন-যাপন করতে ভালোবাসেন তাঁরা। এবং জীবনটা যতই ফুরিয়ে আসে, ততই এর প্রকাশ বৃদ্ধি পায়। ব্যাধি নয় তো কী ? মায়ের চিঠিতে বোধহয় সেই জাতীয় কোনও প্রবণতা লক্ষ্য করেই আমার প্রবীণ দাদা মন্তব্য করেছিলেন 'আপনাকে ভূতে ধরিয়াছে।'

পানীয় জল ..... (১ পাতার পর)

এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য দেন পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ–১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে পানীয় জল চালু রাখা হলেও আপাততঃ তা বন্ধ আছে। মিঞাপুরে রেল ওভারব্রীজের কাজের প্রয়োজনে তার গা বেয়ে যাওয়া জলের লাইন বর্তমানে খুলে রাখা হয়েছে। যার জন্য প্রচন্ড দাবদাহে ও জল সঙ্কটে মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৯০টি টিউবওয়েলে জল উঠে না। যেগুলো চালু আছে সেখানে পড়ছে মানুষের দীর্ঘ লাইন। জনৈক পুর নাগরিক অভিযোগ করেন – অনেকদিন পুরসভায় আবেদনপত্র ও টাকা জমা দেয়া সত্ত্বেও জলের লাইন পাইনি। অযথা হয়রান হচ্ছি। পাশপাশি অভিযোগ ওঠে জল চুরির। তথাকথিত অনেক ভদ্রালোক সরাসরি জল তুলে নেয়ার কারণে এলাকায় জল সরবরাহে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরস্বতী শিশু মন্দির, রঘুনাথগঞ্জ শাখার আয়োজনে ও সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ২২ মে বিনা ব্যয়ে এক চক্ষু শিবির খোলা হয় বিদ্যালয় চত্বরে। সেখানে ১৫৪ জনের চোখ পরীক্ষা ছাড়া পরের দিন বহরমপুরে সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশনের হাসপাতালে ১০ জনের ফেকো ও মাইক্রোসার্জারি করা হয়। এর মধ্যে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করা ২ জনের যাবতীয় ব্যয় বহন করে সুশ্রুত।

মোদী আবহ ..... (১ পাতার পর)

গেছেন এবং তাঁর নয়া পরিকল্পনায় আমআদমীর (বিশেষতঃ নয়া প্রজন্ম) কাছে তাঁর কর্তৃত্ব অনেকটাই কায়েম করে ফেলেছেন। এছাড়াও মোদীর ক্ষুরধার শ্লেষাত্মক ভাষণে যে–আগ্রাসনটা ছিল, প্রতিপক্ষে, তার ছিঁটেফোঁটাও অভিজাত রাজীব তনয়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি।

এ রাজ্যের ফলও এবার চমকপ্রদ। যাবতীয় কুৎসা–কলঙ্ক, নিন্দাবাদ, সর্বোপরি মোদী ঝড় সামলে, প্রথমবারের মত চতুর্মুখী লড়াইয়ে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যাশার অতিরিক্ত এই সাফল্য বলে দেয়, রাজ্যের মানুষ কিন্তু দিদির সঙ্গেই আছেন। দুই। স্বাধীনতার পর এবার রাজ্যের বাম দলগুলির সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা। এতটাই, যে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে (১৭ শতাংশ ভোট নিয়ে) বিজেপির ক্রমশঃ উত্থানের আভাস মিলল এই ভোটেই। আগামী পুরসভা ও বিধানসভা (২০১৬) নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনা এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে।

জঙ্গিপুরে, এবার অনেকে তেমন আশা না করলেও, শেষ হাসি কিন্তু অভিজিতই হাসলেন। সংখ্যালঘু অঞ্চলে, বিজেপি–র প্রায় এক লক্ষ ভোট (৯৬,৭৫১) প্রাপ্তিও উল্লেখ করার মত ঘটনা। এতে পরিষ্কার, বিজেপির হিন্দুভোটের একটা অংশ অন্য প্রতিপক্ষের ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসিয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি–কে ঠেকাতে, সংখ্যালঘু ভোটের অনেকটাই কগ্রেস এর ঝুলিতে এসেছে। (শেষ)

জঙ্গিপুর পুরসভা
ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচনের ফলাফল

ওয়ার্ড	কংগ্রেস	সিপিএম	বিজেপি	তৃণমূল
১	৩৯৯	৯২১	৩৪	৩৯২
২	৩৭৯	১০১৩	৪০	২২৯
৩	৫৩৬	৮৫৭	২৪	২৮৯
৪	৫২৫	৯০৬	১৫	২৬৯
৫	৬৬৮	৫২৯	৩৫৯	২২৪
৬	৫১১	১০৯০	৮	৪১৬
৭	৪৬০	৯৬৯	২২৪	৪৪২
৮	৭২৭	১৫৪৩	২২২	৫১২
৯	৭৩৪	৫৯১	৭২৬	১৯০
১০	৬৯৯	৮৮০	২৬১	৬০৯
১১	৫৯৭	১৩৩০	৩৮	৪৩৫
১২	২৯৭	১৪৩০	৩৬৯	১৪৬

জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।